দেশভাগ

বাংলা ও বাঙালি

সাক্ষাৎকার ও সম্পাদনা
কেশব মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ

প্রাসঙ্গিক কথা

১৯৯৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে কবি-লেখক-সাংবাদিক, সম্পাদক জ্যোতির্ময় দত্ত-র সঙ্গে বাংলা, বাঙালি, বাংলা ভাষা, হিন্দি আগ্রাসন, একুশে ফেব্রুয়ারি, উনিশে মে এবং দুই বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে কয়েক দফা বৈঠক ও আলোচনার পর, একটি পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে দুজন সহমত হই।

১৯৯৩-এর ১৫ অগস্ট দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী মোড়ে এক সভায় প্রকাশিত হয় পরিকল্পিত 'স্বাধীন বাংলা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। পত্রিকা প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত ওই সভায় বাংলা, বাঙালি ইত্যাদি বিষয়ে পত্রিকার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়।

পত্রিকার নাম, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত পত্রিকা-সংক্রান্ত সংবাদ, ইত্যাদি কারণে ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে, প্রায় সকলেই এই পত্রিকায় লেখা দিতে (প্রথমদিকে) অস্বীকৃতি জানান। দুটি সংখ্যা প্রকাশের পর অথনীতিবিদ ড. অশোক মিত্র-র ফ্ল্যাটে হাজির হয়ে তাঁকে লেখার আবেদন জানালে তিনি বলেন, আদৌ তিনি এই পত্রিকায় লিখবেন কি-না, তা প্রকাশিত দুটি সংখ্যা পড়ে সিদ্ধান্ত জানাবেন।

দিন-দশেক পর অশোক মিত্র-র সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, লিখতে তাঁর আপত্তি নেই। তবে অন্যত্র লেখা দেওয়ার পূর্ব প্রতিশ্রুতি থাকায়, মাস ছয় আগে কোনো লেখা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর ওই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়ার কথা বললে তিনি সম্মতি দেন।

সাক্ষাৎকার নেওয়ার পূর্ব অভিজ্ঞতা না-থাকায় নানা বিড়ম্বনা ও সমস্যা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত সমর্থ হই অশোক মিত্র-র সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে। অশোক মিত্র-র সাক্ষাৎকার নেওয়ার কিছুদিন পর একুশে ফেব্রুয়ারি বিষয়ে এক সভায় আমন্ত্রিত হয়ে ঢাকা যাই। সেখানে নগদ মূল্যে একটি পকেট টেপ-রেকর্ডার সংগ্রহ করে ঢাকার মগবাজারে কবি আল মাহমুদ-এর বাসায় তাঁর সাক্ষাৎকার রেকর্ড করি।

২৫ বৈশাখ ১৪০১ (৯ মে, ১৯৯৪) অশোক মিত্র এবং আল মাহমুদ-এর জোড়া সাক্ষাৎকার-সহ 'স্বাধীন বাংলা' পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, পরবর্তী সময়ে 'স্বাধীন বাংলা' পত্রিকার ত্রয়োদশ (নভেম্বর ২০০০) সংখ্যায় প্রকাশিত হয় অশোক মিত্র-র দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার।

'স্বাধীন বাংলা' পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারের সূত্রে বন্ধুদের অনুরোধে তাদের পত্রিকার জন্য কয়েকটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। নিজস্ব সম্পাদিত পত্রিকা এবং অন্যত্র প্রকাশিত সাক্ষাৎকারগুলো দুই মলাটের মধ্যে এনে বই প্রকাশের অনুরোধ বহু পাঠকের কাছে থেকে বিভিন্ন সময়ে পেয়েছি। কিন্তু এতদিন তা বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

সম্প্রতি লেখক বন্ধু মধুময় পাল-এর সূত্রে পরিচিত হই 'পুনশ্চ' প্রকাশনীর কর্ণধার সন্দীপ নায়ক-এর সঙ্গে। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন 'স্বাধীন বাংলা' এবং অন্যত্র প্রকাশিত সাক্ষাৎকারগুলো প্রকাশ করার। ফলত বহু পাঠকের দীর্ঘদিনের একটি আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপ পেয়ে স্বাধীনতা এবং দেশভাগের পঁচাত্তর বছরে প্রকাশিত হল, এই গ্রন্থে।

'স্বাধীন বাংলা' এবং অন্যত্র প্রথম প্রকাশের তারিখ অনুসারে, এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত সাক্ষাৎকারগুলো সাজানো হয়েছে। অবশ্য ছয় বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত অশোক মিত্র-র দুটি এবং পনেরো বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত তাপস সেন-এর প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্বের সাক্ষাৎকার একসঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

শিল্পী বাঁধন দাস-এর সাক্ষাৎকার প্রথম দিন টেপবন্দি করার পর, পরবর্তী অংশ গ্রহণের পূর্বে শিল্পী প্রয়াত হন। সেই কারণে তাঁর অসমাপ্ত সাক্ষাৎকার 'আমার ছেলেবেলা' শিরোনামে অনুলিখন ফর্মে কলকাতা বইমেলা ২০০৩-এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তা প্রথম ভাগের প্রান্তিক পর্বে অন্তর্ভুক্ত।

সাক্ষাৎকারের দুটি অংশ; একটি প্রশ্ন দ্বিতীয়টি উত্তর। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে যিনি যেমন; যেভাবে বলেছেন, তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রেখে প্রথমে পত্রিকায় বর্তমানে এই গ্রন্থে তা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা হয়েছে । তবে পত্রিকায় প্রকাশের সময় কয়েকটি ক্ষেত্রে যেসব মুদ্রণপ্রমাদ এবং ছাড় গিয়েছিল, তা এই গ্রন্থে সংশোধন এবং সংযোজন করা হয়েছে । পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর, তিনজন তাদের সাক্ষাৎকার সামান্য কিছু সংশোধন এবং সংযোজন করেছিলেন, এই গ্রন্থে তা অনুসরণ করা হয়েছে ।

ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে ভূমিকা ছাড়াই সাক্ষাৎকারগুলো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। যে সব ক্ষেত্রে ভূমিকা লেখা হয়েছিল, এই সংকলনেও সে সকল ভূমিকা সম্পূর্ণ বা প্রাসঙ্গিক অংশ অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এবং বাঁধন দাস-এর সাক্ষাৎকারে সংযুক্ত ভূমিকা দুটি এই সংকলনের জন্যই লেখা।

একটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া সব সাক্ষাৎকার টেপ রেকর্ডারে গ্রহণ করা হয়। কোনো ক্ষেত্রেই প্রশ্নমালা তৈরি করে বা প্রশ্ন সাজিয়ে উত্তর অথবা সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়নি। উত্তর অথবা বক্তব্য থেকেও নানা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন সাক্ষাৎকারে রাখা হয়েছে। এইভাবেই সাক্ষাৎকারগুলো তার নিজস্ব পরিণতিতে পৌঁছেছে। নানান প্রতিকূলতার মধ্যে প্রথম দিকের দুই একটি সংখ্যা ছাড়া, 'স্বাধীন বাংলা' পত্রিকা নির্দিষ্ট সময়, মাস বা তারিখ মেনে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। যখন যেমন সম্ভব হয়েছে, সেইমতো পত্রিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

২০১৪ মার্চে প্রকাশিত 'স্বাধীন বাংলা' পত্রিকার পঞ্চদশ সংখ্যায় তাপস সেন—এর দ্বিতীয় পর্ব ছাড়া শিবনারায়ণ রায়, অমলেন্দু দে, সুহাস রায় এবং রামানন্দ বন্দ্যোপাধায়-এর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়।

পঞ্চদশ সংখ্যায় প্রকাশিত ওই চারটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছিল ২০০৪-এর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে। ওই সাক্ষাৎকারগুলো গ্রহণ করার দশ বছর পর কেন প্রকাশিত হয়েছিল, সে বিষয়টি উল্লেখ করে, যে ভূমিকা ওই সাক্ষাৎকারে সঙ্গে ছাপা হয়েছিল এবং ওই একই সংখ্যায় তাপস সেন-এর সাক্ষাৎকারে সঙ্গে প্রকাশিত ভূমিকার প্রাসঙ্গিক অংশ, এই সংকলনে যথাস্থানে দেওয়া হয়েছে।

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়-এর সাক্ষাৎকার পত্রিকার চতুর্দশ সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার পর, তাঁর সাক্ষাৎকারের শিরোনাম বিষয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমার সাক্ষাৎকারের মূল বিষয় যেহেতু বাংলা চলচ্চিত্র এবং উত্তমকুমার, তাই শিরোনাম ওই বিষয়ে থাকলেই ভালো হতো।' পরে তিনি তাঁর সাক্ষাৎকারের শিরোনামটি নির্দিষ্ট করে দেন। এই সংকলনে অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়-এর সাক্ষাৎকারে তাঁর নির্দিষ্ট করে দেওয়া শিরোনামেই প্রকাশিত।

প্রায় প্রতিটি সাক্ষাৎকার গ্রহণে আছে নানা স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা। এই লেখায় সেসব প্রাসঙ্গিক বিবেচিত না হওয়ায়, উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছি। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ, স্থান এবং প্রথম প্রকাশের সময় ও পত্রিকার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

এই গ্রন্থ প্রকাশের কাজ শেষ পর্যায়ে পৌঁছলে, বিষয় ভাবনাকে বিস্তৃত ও পূর্ণতা দেওয়ার লক্ষ্যে, সংযোজন বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। দুই কবি বন্ধু শুক্লা দত্ত এবং সোমনাথ ভট্টাচার্য স্বেচ্ছায় প্রুফ দেখে দিয়ে গ্রন্থটি সুষ্ঠু প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন। 'পুনশ্চ' প্রকাশনীর কর্ণধার সন্দীপ নায়ক এবং বন্ধু মধুময় পাল-এর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা।

বিনীত
কেশব মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক

কলকাতা
জানুয়ারি, ২০২২

সূচিপত্র

হিন্দি ছবি হিন্দি গান-ই আজ আমাদের সংস্কৃতি	অশোক মিত্র	১১
বাঙালিত্বকে কোতল করে দেবার প্রচেষ্টা লক্ষ করছি	অশোক মিত্র	১৬
ঢাকা-ই হবে বাংলা ভাষার রাজধানী	আল মাহমুদ	৩০
হিন্দির আগ্রাসন যদি চলতেই থাকে, তবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথাই আমাদের চিন্তা করতে হবে	অরুণ মিত্র	৩৯
ভাষার স্বাধীনতা ছাড়া জাতি স্বাধীন হতে পারে না	শাহাবুদ্দিন	৪৯
বাংলা ভাষার স্বাধিকার রক্ষায় শাসক বামফ্রন্টের বিশেষ দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে	শামসুর রাহমান	৬৩
দু-বাংলা এক করার চেষ্টা ভয়ংকর	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৭৪
ধর্ম নয়, ভাষাই জাতীয় ঐক্যের মূল ভিত্তি	শাহারিয়ার কবির	৯১
হিন্দির স্টিম রোলার চালালে দেশ ভাঙবেই	অন্নদাশঙ্কর রায়	১০১
ভারতীয় রাষ্ট্রকাঠামোয় পশ্চিমবাংলার উন্নতি নেই	আহমদ শরীফ	১২৬
বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বামপন্থীদের হাতেই	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	১৪২
পশ্চিম বাংলার বাঙালির জাতিগত অস্তিত্বের সংকট আজ প্রবল	কবির চৌধুরী	১৫১
রাজনৈতিক স্বার্থ ধর্মকে শক্তিমান করে তুলছে	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	১৭০
চাপিয়ে দেবার পরিণতি কী হতে পারে বাংলাদেশ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত	ক্ষিতি গোস্বামী	১৮৩
জাতিসত্তার বিষয়টি পশ্চিমবাংলার প্রধান রাজনৈতিক বিষয় হয়ে উঠবে	আবদুল মতিন	১৯৪
চারুবাবু সরাসরি বললেন কমিউনিস্টদের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে হবে	বদরুদ্দীন উমর	২০৪
সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব কলকাতা শহরে যতটা কাজ করে ...	আহমদ ছফা	২২৮
সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা পাবে তা আর সম্ভব নয়	আব্দুল আহাদ চৌধুরী	২৪৭
আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে, বাংলা ভাষাকে এপারে বাঁচানো যাবে না	তাপস সেন	২৫৪

প্রভুভক্তিতে বাঙালির কোনো তুলনা নেই!	বিভাস চক্রবর্তী	২৮০
ভবিষ্যতে এক ধরনের প্লাস্টিক কালচার তৈরি হয়ে যাবে	ধীরাজ চৌধুরী	৩০৭
সি পি আই ভাগ হয়েছিল চিন এবং সোভিয়েতের নির্দেশে	নন্দগোপাল ভট্টাচার্য	৩২৪
উত্তম ছিল মনেপ্রাণে ষোলোআনা বাঙালি	অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়	৩৩৫
এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না	মনোজ দত্ত	৩৫১
প্রকৃতি মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাবার উপায় নেই	অমর পাল	৩৬৮
বাঙালি হিন্দু এবং বাঙালি মুসলমানের মধ্যে মিলনের প্রধান সেতু বাংলা ভাষা	শিবনারায়ণ রায়	৩৮৫
বাংলা ভাষা পূর্ববাংলায় একটি স্বাধীন দেশ গঠনের দিকে বাঙালি জাতিকে এগিয়ে দেয়	অমলেন্দু দে	৪০৮
বাংলা ভাষার প্রশ্নে বাংলাদেশের মানুষের যে আত্মমর্যাদাবোধ আছে, এপারে আমাদের তা নেই	সুহাস রায়	৪৪২
আমরা বারবনিতা হয়ে গেছি	রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৫৬
কলকাতায় বাংলা ও বাঙালি দু-ই কোণঠাসা	ইমদাদুল হক মিলন	৪৭১
আমার ছেলেবেলা	বাঁধন দাস	৪৮৯
সংযোজন		
হাসান আজিজুল হকের আলাপচারিতা	চন্দন আনোয়ার	৪৯৫
রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ এঁরা কোনো দলের লোক ছিলেন না	শিবনারায়ণ রায়	৫০৫
সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঠেকাতে ভারতের পশ্চিমে একটা বাফার স্টেট বা পাকিস্তান নামের কৃত্রিম রাষ্ট্রটি তৈরি...	তানভীর মোকাম্মেল	৫১৩
বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ সাক্ষাৎকারভিত্তিক মতামত		৫২৫-৫৫৮
নির্দেশিকা		৫৫৯

হিন্দি ছবি হিন্দি গান-ই আজ আমাদের সংস্কৃতি

অশোক মিত্র

অশোক মিত্র

জন্ম ১৯২৮, মৃত্যু ২০১৮

অর্থনীতিবিদ, মার্ক্সবাদী লেখক, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম অর্থমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার সাংসদ।

● প্রশ্ন ॥ এযাবৎ প্রকাশিত 'স্বাধীন বাংলা' পত্রিকার দুটি সংখ্যাই আপনাকে আমরা দিয়েছিলাম। এ বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া?

▶ অশোক মিত্র ॥ কোনো পত্রিকা পড়েই এখন আর আমার কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না।

● প্রশ্ন ॥ বাংলা ভাষা-সংস্কৃতি ধ্বংসে দূরদর্শনের হিন্দি আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ৭ আগস্ট ১৯৯৩ 'গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সংঘ' আয়োজিত এক সভায় আপনি বলেছিলেন—'আবেদন নিবেদনের ভাষা দিল্লি বোঝে না, বাংলা ভাষা-সংস্কৃতিকে আমরা যদি সত্যই এই দৌরাত্ম্যের হাত থেকে বাঁচাতে চাই তবে স্বৈরাচার-সাম্রাজ্যবাদ যে ভাষা বোঝে আমাদেরও সে ভাষাতেই জবাব দিতে হবে।' এই বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা যদি ব্যাখ্যা করেন।

▶ অশোক মিত্র ॥ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার গোটা দেশটাকে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দিতে চাইছেন। পাশাপাশি চেতনা ও সংস্কৃতির মানকেও অধোগতি করার চূড়ান্ত চেষ্টা চলছে। এরকম অবস্থায় অবশ্যই ঘুরে দাঁড়ানোর প্রয়োজন। সেই ভাষাতেই জবাব দেওয়া—যা ওরা, সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের অন্ধ ভক্তরা বোঝে—বুঝতে পারে। সাধারণ মানুষকেও বোঝাতে হবে, যে-ধরনের ঘটনা ঘটছে, ঘটতে যাচ্ছে—আমার মনে হয় আমাদের দেশে সমাজচেতনা ও সংস্কারের দায়ভার গ্রহণ করে এসেছেন যাঁরা বহু দশক ধরে—তাঁরা এসব সমস্যা নিয়ে এতদিন তেমন একটা গা করেননি। কেন্দ্রীয় সরকার উৎকোচ আফিমের লোভ দেখিয়ে—মানে মাঝে-মধ্যে একটু-আধটু করছাড় অল্পস্বল্প ভাতা-ফাতা বাড়ানো ব্যস, এতেই মধ্যবিত্তরা বশীভূত। বড়োলোকদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—মধ্যবিত্তদেরও ভোগ্যপণ্যের দ্বারা মোহগ্রস্ত করে রাখার ব্যবস্থা চলছে। মধ্যবিত্তদের সংগ্রামী চেতনার একটি অংশ বিচলিত হচ্ছেন ঠিকই, বুঝছেন দেশ ও জাতির সর্বনাশ হতে চলেছে। কিন্তু এঁদেরই মধ্যে একটি অংশ যাঁরা দীর্ঘ ৩০-৪০ বছর মিটিং-মিছিল করেছেন, ইদানীং একটু ক্লান্তির ঢল নেমেছে তাঁদের মধ্যে। ভাবছেন, অনেকদিন তো হল আর কেন, এবার পায়ের উপর পা তুলে তোফা...একটু পাশ কাটিয়ে চলি না বাপু... তো এই যে দ্বন্দ্ব দ্বিরাচার এটা দূর করতে না পারলে আমি খুব একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না অদূর ভবিষ্যতে দেশ জুড়ে কোনো জোরদার যথার্থ সংগ্রামী আন্দোলন সংগঠিত হবার।

● প্রশ্ন ॥ যুব-সমাজের মধ্যে থেকে কোনো আশার আলো কিংবা এ ব্যবস্থা পরিবর্তনে তাদের মধ্যে কোনো সক্রিয় সম্ভাবনার আভাষ পাচ্ছেন?

▶ অশোক মিত্র ॥ ১০-১৫ বছর আগেও যুবমানসে যে চেতনা ছিল, সচেতন প্রতিবাদী ভূমিকা আমরা লক্ষ করেছি আজ তা অনেকটা শিথিল। ছাত্র-যুবসমাজ সমাজের সংবেদনশীল অংশ, যে-কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই এদের সংবেদনশীলতা-

সচেতনতাকে ধ্বংস করার চক্রান্তের অঙ্গ হিসেবে তৈরি হচ্ছে বিকৃত রুচির চলচ্চিত্র-দূরদর্শনের ন্যক্কারজনক অনুষ্ঠানমালা। ইদানীং যুক্ত হয়েছে এন্টারটেনমেন্ট আওয়ার নামক এক ভয়ংকর ব্যাপার। দিনরাতে চলছে দিল্লির এই বশীকরণের বিষক্রিয়া। পালটা হিসেবে বিকল্প কোনো আকর্ষণ বা আদর্শ যুবসমাজের সামনে তুলে ধরতে পারিনি আমরা বামপন্থীরা।

● প্রশ্ন ॥ ১৬-১৭ বছর ধরে পশ্চিমবাংলায় বামপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত। যুবসমাজের সামনে বিকল্প আদর্শ তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই সরকারের ভূমিকা কী?

► অশোক মিত্র ॥ কেউ কেউ বলবেন ভারতবর্ষ নামক এক রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে আমরা রয়েছি। সেই কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থেকে দেশজুড়ে দিল্লির চাপানো যে বিকার চলছে তার প্রভাব কাটিয়ে ওঠা দুরূহ, আমি তবু বলব—দুরূহ হলেও চেষ্টাটা তো চালিয়ে যাওয়া উচিত। চেষ্টাটা যথাযথভাবে হচ্ছে কি না তা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক থাকতেই পারে। কেউ বলবেন চেষ্টাটা আঠারো আনাই চলছে, কারোর মতে এক আনাও চলছে না।

● প্রশ্ন ॥ বাঙালিত্ব বনাম ভারতীয়ত্ব এই প্রশ্নে কোনটি আমার কাছে বড়ো—আমার বাঙালি পরিচয় না ভারতীয় পরিচয়, যেখানে ভারতীয়ত্বের নামে বিভিন্ন জাতিসত্তাগুলিকে 'হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান'-সংহতির নামে অবদমিত বা ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে—তার প্রেক্ষাপটে যদি আমরা পাকিস্তানের ইতিহাস পর্যালোচনা করি, দেখতে পাই, সেখানেও একদা পাকিস্তান সংহতির নামে পূর্ববাংলার জনগণের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা যে সাম্রাজ্যবাদী হামলা সংগঠিত হয়েছিল—তখন পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে বাঙালি পরিচয়টিই অনেক বড় হয়ে উঠেছিল। এই পরিচয়ের রাজনৈতিকস্বীকৃতিই কি স্বাধীন বাংলাদেশ নয়?

► অশোক মিত্র ॥ আজ থেকে ২৫ বছর আগে (পূর্ব + পশ্চিম) পাকিস্তানে যা অবস্থা ছিল তার সঙ্গে ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে একটা তফাত আমি নিশ্চয়ই করব। পাকিস্তানের সমস্যা ছিল যথার্থ অর্থেই অনেক বেশি মৌলিক। ভৌগোলিক অর্থেই পাকিস্তানের দুটি অংশ ছিল পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। যা আমাদের সমস্যা নয়। এখানে অখন্ড একটা ভৌগোলিক গাঁথুনি আছে। তার উপর আছে ভারতীয় ঐতিহ্য। ভারতীয় চেতনার সামগ্রিক প্রভাব সংস্কৃতিতে, সংগীতে, ভাস্কর্যে, চারুকলায়, এই প্রভাব বেশ কয়েকশো বছর ধরেই আছে। কিন্তু যেটা নিয়ে নিশ্চয়ই তর্ক করা চলে একটি অখণ্ড সামগ্রিক ভারতীয় রাজনৈতিক সত্তা। ইংরেজরা এই দেশে অনুপ্রবেশ করার আগে আদৌ তা ছিল না, এখন আমরা ভারতবর্ষ বলে যে ভৌগোলিক ভূখণ্ডকে চিনি তার আদৌ অস্তিত্ব ছিল না। ইংরেজরা 'ভারতবর্ষ' সাম্রাজ্য নামে যে নতুন পরীক্ষা জোর করে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়, এখনো আমরা সেই পরীক্ষা চালাচ্ছি। এটা অবশ্য গণতন্ত্রের ভিত্তিতেই চালানোর চেষ্টা চলছে। তবে কাউকে বেশি খুশি করলাম—কাউকে কম—কোনো অঞ্চলকে প্রাধান্য দিলাম—কোনো অঞ্চলকে বঞ্চনা করা হল—এগুলো ঠিক গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নয়। সেই সঙ্গে একটি বিশেষ ভাষাকে জোর করে অন্য ভাষাভাষীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও গণতন্ত্রের পরিপন্থী। অথচ এমনধারাই চলছে। যখন আমরা কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করি—এই ব্যাপারগুলি প্রকট হয়ে দাঁড়ায়। আসলে যতদিন না এই দেশে তামিলসত্তা, ওড়িয়াসত্তা, বাঙালিসত্তা পাঞ্জাবিসত্তা, মালোয়ালিসত্তা, সমস্ত সত্তা পরিপূর্ণ বিকশিত হতে পারবে—ততদিন সামগ্রিক ভারতীয় সত্তার বিকাশ অসম্ভব। এই সহজ সত্যটা কেন্দ্র না বুঝলে চরম সর্বনাশ ঘটতে বাধ্য।

● প্রশ্ন ॥ তাহলে, এক্ষেত্রে-ভারতীয়ত্ব ও বাঙালিত্বের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব আপনি লক্ষ করেছেন?

► অশোক মিত্র ॥ (হেসে) দ্বন্দ্বতো সমাসও হয়। বরং আমি বলব সর্বস্তরে এ সমস্যা নিয়ে বিচার-বিবেচনা আলোচনা হওয়া জরুরি। তবেই এই দ্বন্দ্বটাকে অন্য চেহারা দেওয়া সম্ভব।

● প্রশ্ন ॥ সেই সম্ভাবনা কি আপনি দেখছেন বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে থেকে...

► অশোক মিত্র ॥ ওই দলকে দিয়ে হবে না। যদি কেন্দ্রে কংগ্রেসের মতো স্বৈরতন্ত্রী, দুর্নীতিগ্রস্ত দল

টিকে থাকে তবে কোনো সম্ভাবনাই নেই। আজ যারা দেশটাকে টুকরো টুকরো করতে চাইছে তাদের সবচেয়ে বড়ো সহায় কংগ্রেস।

● প্রশ্ন ॥ বর্তমানে ভারতীয় সংহতি রক্ষার নামে চারিদিকে যখন শপথ গ্রহণের প্রতিযোগিতা লক্ষ করছি, সেই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কি আমরা প্রশ্ন করতে পারি ১৯৪৭-এ ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় কেন বাংলার সংহতিকে ষড়যন্ত্রের হাঁড়িকাঠে বলি দেওয়া হল? এর বিকল্প হিসেবে ১৯৪৭-এ আবুল হাশিম, শরৎ বোস যে অখণ্ড বাংলা গঠনের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন—বর্তমান প্রেক্ষিতে তার কোনো সম্ভাবনা আছে কি?

► অশোক মিত্র ॥ শুধু বাংলাকে ভাগ করা হয়নি, পাঞ্জাবকেও করা হয়েছে, আর এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা প্রচলিত ধ্যানধারণার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের মতো সর্বনাশ বাঙালির জাতীয় জীবনে কখনোই ঘটেনি। কার্জনের মনে যে ইচ্ছাই তখন থাকুক না কেন, তার সিদ্ধান্ত বাঙালিদের কাছে একটা সুযোগ পৌঁছে দিয়েছিল। আর্থিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা বাঙালি মুসলমান সমাজকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ। তাঁদের অর্থনৈতিক ভিত এবং শিক্ষার মানকে মজবুত করার সুযোগ। পূর্ববাংলা এবং আসাম আলাদা প্রদেশ হলে বর্ণহিন্দু জমিদারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কমে যাবে, মুসলমানেরাও সামাজিক দিক দিয়ে এগিয়ে যাবে। এই আশঙ্কা হিন্দু সামন্তপ্রভুদের আতঙ্কিত করল। কার্জনের বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবের বিরোধিতার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এঁরাই। এমনকি রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষও স্বদেশী আন্দোলনের ফেরে পড়ে বাঙালির পক্ষে সর্বনাশা-ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে অংশ নিলেন। যদি কার্জনের প্রস্তাব কার্যকর হত তবে যে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমান শ্রেণির উদ্ভব হত, এঁরাই শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দুদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় এসে আবুল হাশিম, শরৎ বোসদের প্রচেষ্টাকে সফল-সার্থক করতে পারতেন। কিন্তু সেই সম্ভাবনার বীজকে বঙ্গবিভাগবিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল চল্লিশ বছর আগে।

● প্রশ্ন ॥ যদি পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলা নিয়ে ১৯৪৭-এ এক অখণ্ড সার্বভৌম বাংলা গঠিত হত—(যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন শরৎ বোস, আবুল হাশিমরা) তবে তার চেহারা কেমন হত বলে আপনার ধারণা?

► অশোক মিত্র ॥ আমি ১৯৪৭-এর স্বপ্ন না দেখে ১৯০৫-এর স্বপ্নটাই দেখব। ১৯০৫-এ যে ভুল করা হয়েছিল—১৯৪৭ তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। ততদিনে বড়ো বেশি দেরি হয়ে গেছে। শেষ অবস্থায় মোড় ফেরানোর চেষ্টাটাকে আমরা তারিফ করতে পারি অবশ্যই।

● প্রশ্ন ॥ বাংলাদেশের কিছু বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রযুব সমাজের একটা অংশ পশ্চিমবাংলা এবং বাংলাদেশকে নিয়ে এক অখণ্ড সার্বভৌম বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখছেন, বিশেষ করে দুই জার্মানির মিলনের পর। এ সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?

► অশোক মিত্র ॥ জার্মানির মানুষ কি এখনো সেই স্বপ্ন দ্যাখে? না। দ্যাখে না। এখন যদি জার্মানির পূর্বাংশে স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভোট হয় তাহলে কমিউনিস্ট পার্টি যে নামেই নির্বাচনে লড়ুক না কেন—বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হবেই। তাই জার্মানি থাক। অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা প্রতিতুলনায় আমার আগ্রহ নেই। বাস্তবে নিজের চোখে যা দেখেছি, আমার মনে হয় দুই বাংলাকে এক করার স্বপ্ন যাঁরা দেখছেন, তাঁরা ভয়ংকর ভুল করছেন। এর পিছনে কাজ করছে সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের কৃত্রিম উচ্ছ্বাস সৃষ্টির প্রবণতা। বাংলাদেশের মানুষ এ ধরনের কথাবার্তা শুনলে ভারতের বাঙালিদের সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠবেন। সুতরাং আমি বলব দোহাই। এরকম কথা যাঁরা বলেন তাঁরা বাঙালিদের কতটা ভালো চান সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে।

● প্রশ্ন ॥ কয়েক বছর আগেও ভাষা-সংস্কৃতি, জাতিসত্তা বিষয়ে ভাবনাচিন্তা এবং এ-সংক্রান্ত সমস্যাকে পশ্চিমবঙ্গের অনেক বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরাও উপরিকাঠামোর অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে (যদিও ভাষা কখনোই উপরে কাঠামোর অংশ নয়) সোভিয়েতের উদাহরণ এনে, বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে এসব সমস্যা থাকবে না, যেমন সোভিয়েতে এসব সমস্যা নেই, ইত্যাদি বলতেন। কিন্তু আমরা

দেখলাম সেই সোভিয়েত ইউনিয়নও ভেঙে গেল। জাতিসমস্যাটাও বড়ো হয়ে দঁড়াল। তারপর অবশ্য অনেক বামপন্থী বুদ্ধিজীবী অন্যরকম বলছেন। কিছুদিন আগে 'ভারতের জাতিসমস্যা ও ভাষাপ্রশ্ন' বিষয়ে 'একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন কমিটি' আয়োজিত এক আলোচনা সভায় সি পি এম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ড. বিপ্লব দাশগুপ্ত বলেছিলেন, 'সোভিয়েত ভেঙে যাবার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ও অন্য অনেক কারণের মধ্যে অ-রুশদের ওপর রুশ ভাষার আধিপত্য চাপানো ছিল একটি বড় কারণ।' এই সূত্রে তিনি অ-হিন্দিভাষীদর ওপর দিল্লির হিন্দি চাপানোর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে আপনি কোনো মন্তব্য করবেন?

▶ অশোক মিত্র ॥ আমি সোভিয়েত দেশে যাইনি—চিনও যাইনি। আমি ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা থেকেই বলব। বইপত্তর অতি সামান্যই পড়েছি। তা থেকে যতটুকু বুঝেছি—তা হল এই যে, কমরেড স্ট্যালিন যে পরীক্ষা শুরু করেছিলেন তা যদি যথাযথভাবে তাঁর উত্তরসুরীরা অনুসরণ করতেন, তাহলে সাম্রাজ্যবাদীরা আদৌ সুযোগ পেত না। আর সুযোগ না পেলে এমন অবস্থা কখনোই সৃষ্টি হত না। এক-এক সময় আমার মনে হয়, হয়তো জাতিসত্তার অধিকার ও বিকাশের প্রশ্নে লেনিনের থেকেও বেশি গভীরে গিয়ে স্ট্যালিন ভাবনাচিন্তা করেছিলেন, আমৃত্যু জাতিসত্তার বিকাশের জন্য তিনি প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এসব বন্ধ হয়ে যায়। স্ট্যালিন চেয়েছিলেন পিছিয়ে থাকা জাতিসমূহকে আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতায় পৌঁছে দিতে, এগিয়ে দিতে, আজ সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদীরা তার উলটো চেষ্টা করছে, এসব জাতিকে আরো পিছিয়ে দিতে ৫০০ বছর পিছিয়ে দিতে। আফগানিস্তান থেকে শুরু করে সর্বত্রই সাম্রাজ্যবাদী এই ষড়যন্ত্র চলছে।

● প্রশ্ন ॥ ভাষা এবং জাতিসত্তার প্রশ্নে ভারতবর্ষের বুকেও বর্তমানে যে অসন্তোষ দানা বাঁধছে যেমন আসাম, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, দক্ষিণ ভারত এমনকি সামান্য হলেও এ বাংলায়— সে সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?

▶ অশোক মিত্র ॥ ভাষাভিত্তিক আন্দোলন করার নামে যেন আমাদের সাম্রাজ্যবাদীদের খপ্পরে পড়ে যেতে না হয়। সে ব্যাপারে আমি দেশবাসীকে সতর্ক থাকতে বলব।

এখানেও কী হচ্ছে আমি তা স্পষ্টই নাম করে বলব, আনন্দবাজার মার্কিন শিবিরে নাম লেখানো একটি সংস্থা। তারা বরের ঘরের মাসি—কনের ঘরের পিসি। তারা পশ্চিমবঙ্গকে আর্যাবর্তকরণের পক্ষে, উদারনীতির পক্ষে। কেন জাতপাতের রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে না, তা নিয়ে তাঁরা খুব চিন্তিত। তাঁরা বোম্বাই সিনেমার অশ্লীলতা ফেরি করার ব্যবসা করে। তাঁরা এবং তাঁদের শিবিরের লোকজন ইদানীং যখন বাংলা ভাষা, বাংলার সংস্কৃতি গেল গেল বলে আর্তনাদ করেন, মাতামাতি করেন তখন সন্দেহ পোষণ করার যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। কিন্তু এদের বাইরেও অনেক মানুষ হিন্দির দৌরাত্ম্য এবং বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে সঠিক কারণে উদ্বিগ্ন। বাংলা ভাষার সম্মানের জন্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছেন তাঁরা। এই সমস্ত প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলব আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে প্রতিক্রিয়াশীল বা সাম্রাজ্যবাদীদের কোনো চক্রান্তে আমরা পড়ে না যাই। সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে।

● প্রশ্ন ॥ ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২-এর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই, এমন কথা আমরা অনেক শুনেছি। কিন্তু বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিক্রিয়া হিসেবে 'অসাম্প্রদায়িক পশ্চিমবঙ্গ' সাম্প্রদায়িকতার আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

▶ অশোক মিত্র ॥ ৬ ডিসেম্বরের ঘটনার পরে গোটা ভারতবর্ষে বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, দিল্লিতে যা ঘটেছে, তার তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে যা ঘটেছে তা খুবই সামান্য। এখানে দাঙ্গা যতটা না সাম্প্রদায়িক তার চেয়ে অনেক বেশি সুযোগসন্ধানী প্রোমোটারদের জমি দখলের চক্রান্ত। রাজ্য সরকার শক্ত হাতে দুদিনেই তা থামিয়ে দিতে পারলেন। অথচ পত্রিকাগুলোতে পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে অনেক বেশি হইচই করা হল, যেন সমস্ত দাঙ্গাটা বামশাসিত পশ্চিমবঙ্গেই শুধু হয়েছে। আমি একটি সাধারণ

দৃষ্টান্ত দেব। বোম্বাইতে শিবসেনারা সপ্তাহের-পর সপ্তাহ ধরে যে অনাচার চালিয়েছে—তা নিয়ে আমাদের কাগজগুলোতে এক কণাও বেরোয়নি। দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে দুটো নাটকের কথা আমি উল্লেখ করছি—দুটোই পাশাপাশি চলেছে কলকাতায়। একটির পটভূমি মহারাষ্ট্র—অন্যটি পশ্চিমবাংলার। আমার বিচারে বোম্বাই-এর প্রেক্ষিতে যে নাটকটি রচিত ও অভিনীত পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় তা ঢের বেশি সংবেদনশীল ও রাজনৈতিক অর্থে গুরুত্বপূর্ণ। দুটি নাটকই পাশাপাশি অভিনীত হয়েছে, হচ্ছে। অথচ বোম্বাইয়ের রচিত নাটকটি নিয়ে কোনো আলোচনা নেই, প্রায় অনুল্লিখিত বলা যায়। অন্যদিকে বাংলা পটভূমির নাটকটি নিয়ে মস্ত হইচই; তার আলাদা কতগুলি কারণ অবশ্য থাকতে পারে। তবুও প্রচারের ভঙ্গিটাই হল যেন পশ্চিমবাংলাতেই সব কিছু কলঙ্কজনক ব্যাপার ঘটেছে। এখানেও আমরা চক্রান্তের শিকার হয়েছি।

● প্রশ্ন ॥ ভারতবর্ষ কি অখণ্ড থাকবে বলে আপনি মনে করেন?

▶ অশোক মিত্র ॥ সেটা নির্ভর করে ভারতবর্ষ যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁদের ওপর। তাঁরা যদি মনে করেন—এমন সব রীতিনীতি গ্রহণ করেন—যাতে দেশটা টুকরো টুকরো হয়ে যায়—বর্তমানে যেভাবে চলছে—দেশটা খণ্ড হওয়া অনিবার্য হয়ে উঠবে। বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকেই জন্ম নেয় বিচ্ছিন্নতাবাদ।

● প্রশ্ন ॥ প্রসঙ্গান্তরে জানতে চাইছি—পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্প এবং কানোরিয়া জুটমিল সম্পর্কে—

▶ অশোক মিত্র ॥ পাটশিল্পের জন্য দিল্লির যা করা উচিত ছিল—তার কিছুই করেনি। পাটশিল্পে আধুনিকীকরণ ও নতুন প্রযুক্তি নিয়োগের ক্ষেত্রে মাঝেমধ্যে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাড়া। রাজীব গান্ধি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন একবার ২০০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা বলে গেলেন—কিন্তু একপয়সাও এ ব্যাপারে কেন্দ্রের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। প্রাকৃতিক ভারসাম্য সমস্যা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণে পাটের আন্তর্জাতিক বাজারের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে এই সম্ভাবনা ধ্বংস হচ্ছে। কানোরিয়া জুটমিলের শ্রমিকদের প্রতি আমার সমর্থন আছে। আমি জানি কারখানা বন্ধ হলে শ্রমিকদের কী সর্বনাশ হয়। মালিকদের গায়ে কোনো আঁচড় পড়ে না—দুর্গতির সমস্ত বোঝাটা বইতে হয় শ্রমিকদেরই। কিন্তু আজ যাঁরা কানোরিয়ায় ছুটে যাচ্ছেন—মমতা ব্যানার্জি, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদিরা, তাঁদের ভূমিকা তো আমরা জানি। যে-কোনো স্থানে এ ধরনের মানুষদের উপস্থিতিই আমাকে সতর্ক করে দেয়। এঁদের মধ্যে অনেকেই ভাবছেন, বামফ্রন্ট সরকার এবং সিটুকে বেশ বাগে পাওয়া গেছে এবার, একটু চিমটি কাটা যাচ্ছে—এই সুযোগটা ছাড়ি কেন? এই মনোভাবের সঙ্গে শ্রমিকস্বার্থের কোনো সম্পর্ক নেই। এই আন্দোলনে দিল্লির বিরুদ্ধে টু শব্দটি উচ্চারিত হয়নি, আন্দোলনের ঝোঁক সমস্তটাই বামফ্রন্ট ও সিটুর বিরুদ্ধে, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের সমস্যার উল্লেখ নেই, ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানাদির ভূমিকার প্রসঙ্গ নেই।

● প্রশ্ন ॥ আপনি একটা লেখায় বলেছিলেন সেন্ট কিটসের মতো দেশ, যার লোকসংখ্যা আশি হাজার মাত্র—তাদেরও ভাষা-সংস্কৃতি চর্চা রক্ষার জন্য নিজস্ব বেতার-দূরদর্শন কেন্দ্র আছে। অথচ ছ-কোটি মানুষের বাংলার কোনো নিজস্ব বেতার দূরদর্শন কেন্দ্র নেই। এ প্রসঙ্গে যদি বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন—

▶ অশোক মিত্র ॥ শুধু সেন্ট কিটস্ কেন—রাষ্ট্র সংঘের ১৭০টি দেশের মধ্যে ১৩০টি দেশের লোকসংখ্যাই পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে কম। এদের নিজস্ব বেতার ও দূরদর্শন কেন্দ্র আছে। অথচ পশ্চিমবাংলায় আমরা দূরদর্শনে কী দেখব, বেতারে কি শুনব—তা দিল্লির মর্জি নির্ভর। এইসব মাধ্যমে বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরার অধিকার আমাদের নেই। হিন্দির একচ্ছত্র দাপটে আমাদের ভাষা-সংস্কৃতি কুঁকড়ে যাচ্ছে। অন্য অনেক অবিচারের মতো এটাও আমরা ঘাড় গুঁজে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমাদের সাহস থাকলে তো আমরাও দেখিয়ে দিতে পারি। চাঁদা তুলে এত সমস্ত কাজ হচ্ছে—হয়; চাঁদা তুলে নিজস্ব বেতার ও দূরদর্শন কেন্দ্র সুন্দরবন অঞ্চলে বা অন্য কোথাও করতে পারি না? সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের সাধারণ নাগরিকদের তো সে